হৃদয়ে '৭১: নিউইয়র্কে প্রথম আলো বন্ধুসভার বিজয় দিবস পালন

-আদনান সৈয়দ

গত ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রথম আলো বন্ধুসভা নিউইয়র্ক শাখা জ্যাকসন হাইটসের মুক্তধারায় 'হৃদয়ে একাত্তর' নামে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ত্রিশ লক্ষ শহীদ যাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে আজকের এই বাংলাদেশ এবং দু লক্ষ মা -বোন যাঁরা দেশের জন্য তাদের সম্ভ্রম হারিয়েছিলেন তাঁদের সবার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন প্রথম আলো বন্ধুসভা নিউইয়র্কের সাধারণ সম্পাদক জনাব আদনান সৈয়দ। অনুষ্ঠানের শুরু হয় স্বরচিত কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে। এ পর্বে অংশ গ্রহন করেন মিনহাজ আহমেদ, এবি এম সালাহউদ্দিন, সাকিনা ডেনী, শহীদ আহমেদ, রিটন মাহমুদ এবং আদনান সৈয়দ। তার পরপরই শুরু হয় আবৃত্তি পর্ব। আবৃত্তিতে অংশ গ্রহন করেন বিশিষ্ঠ আবৃত্তিকার এবং সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব মিথুন আহমেদ, সাংবাদিক আমানউদ্দৌলা এবং লেখক রাণু ফেরদৌস। উল্লেখ্য মিথুন আহমেদের একের পর এক সুরেলা আবৃত্তি সেদিনের বিজয় দিবস উতসবের আনন্দে যেন আরো এক নতুন মাত্রা এনেদিয়েছিল।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্ব শুরু হয় 'হৃদয়ে একাত্তর, শিরনামে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আলোচনার মধ্য দিয়ে। এ পর্বে প্রধান আলোচক ছিলেন বিশিষ্ঠ লেখক, কলামিষ্ট এবং প্রথম আলো বন্ধুসভা নিউইয়র্কের উপদেষ্ঠা জনাব হাসান ফেরদৌস। তিনি বলেন, যে আদর্শ নিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ব হয়েছিল তার পক্ষ-বিপক্ষ কোন বড় কথা নয়, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ কতটুকু বাস্তবায়িত হতে পেরেছে সেটাই হল আসল কথা। তিনি বলেন বাংলাদেশ নিয়ে আমি আশাবাদি এবং হতাশ হওয়ার কিছুই দেখিনা। হাসান ফেরদৌস বলেন, আমাদের অনেকেরেই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনেক স্মৃতি রয়েছে। এসব স্মৃতির নথিব্ধকরন এবং ভিডিও রেকর্ড খুবই জরুরী। আমি প্রস্তাব করছি প্রথম আলো বন্ধুসভা নিউইয়র্ক শাখা এই দায়িত্বটি নিক। উল্লেখ্য প্রথম আলো বন্ধুসভার পক্ষ থেকে আদনান সৈয়দ এই প্রস্তাবটি সাদরে গ্রহন করেন।

বিশিষ্ঠ্য চলচিত্র নির্মাতা এনায়েত করিম বাবুল মুক্তিযুদ্ধকালিন একটি স্মৃতি সবার সামনে তুলে ধরেন।

আবৃত্তিকার মিথুন আহমেদ বলেন,” নিউইয়র্কে এখন বাঙালির সংখ্যা অনেক বেড়েছে। আমরা মুক্তিযুদ্ধের উপর অনেক কাজ এই প্রবাসে বসে এখনই শুরু করতে পারি। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে একই মঞ্চে বসার জন্য আহবান জানান।

বিশিষ্ঠ সংগঠক লেখক মিনহাজ আহমেদ বলেন, ” আমাদের হৃদয়ে একাত্তর। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আমাদের সবারই কাজ করে যেতে হবে।”

সাংবাদিক লেখক আমানউদ্দৌলা বলেন,” আসন্ন নির্বচানে বাংলাদেশে যেন মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তিরা আর ক্ষমতায় আসতে না পারে সেটাই আমাদের সবার কাম্য।

প্রথম আলোর বন্ধুসভার সদস্য আতিকুল আলম ঝন্টু বলেন, ” মুক্তিযুদ্ধকে কোন দলিয় চোখ দিয়ে দেখা উচিত নয়। বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য আমরা সবাই দলমত নির্বিশেষে কাজ করে যাব।”

নিউইয়র্কে মুক্তধারার কর্ণধার জনাব বিশ্বজিত সাহা আবেগ তাড়িত কন্ঠে মুক্তিযুদ্ধকালিন সময়ে সংখ্যা লঘুদের উপর অত্যাচারের এক হৃদয় স্পর্শী ঘটনার বর্ণনা দেন।

জনাব অনুপম বড়ুয়া যুদ্ধকালিন সময়ের কিছু স্মৃতি সবার সামনে তুলে ধরেন।

সবশেষে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘোষনা করা হয় শহিদ মুক্তিযুদ্ধাদের আত্বার শান্তি কামনায় দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরাবতা পালনের মধ্য দিয়ে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আদনান সৈয়দ।